গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জুলাই ২০১৯ মাসের সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৯ জুলাই ২০১৯
সময়	:	সকাল ১১:৩০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৬ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	অনিষ্পন্ন বিষয়	উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা সংশ্লিষ্ট ৩টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের- (১) প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং (২) রেলওয়ের বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জেষ্ঠ্যতা নির্ধারণ সংক্রান্তে ২টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে মর্মে জানানো হলেও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে বিষয়দ্বয় নিষ্পত্তি হয়েছে। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, Railway Act, 1890-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ বাংলায় ভাষান্তরের নিমিত্ত পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; সংশ্লিষ্ট বাজেট কোডে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে, শীঘ্রই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করার জন্য Expression of Interest (EOI) আহবান করা হবে। সভাপতি Railway Act, 1890 ভাষান্তর/নতুনভাবে খসড়া প্রস্তুতের নিমিত্ত আগামী ৭ দিনের মধ্যে Expression of Interest (EOI) এবং ২০দিনের মধ্যে Notification of Award (NoA) ইস্যু করার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন, প্রকল্প সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়াদিও এ সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। অনিষ্পন্ন বিষয়াদির নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখার জন্যও সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশ দেন।	(ক) অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ ও নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) প্রল্পক সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়াদিও সমন্বয়সভায় আলোচনা করতে হবে; এবং (গ) Railway Act, 1890-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ বাংলায় ভাষান্তর/নতুনভাবে খসড়া প্রস্তুতের নিমিত্ত পরামর্শক নিয়োগের জন্য আগামী ৭ দিনের মধ্যে Expression of Interest (EOI) এবং ২০দিনের মধ্যে Notification of Award (NoA) ইস্যু করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)/ যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং ৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.২	অডিট আপত্তি	অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান, জুন ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রাপ্ত ১৯টি ব্রডশীট জবাবের মধ্যে ৭টির ওপর কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১২টি আপত্তির পুন:জবাব প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ১০ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটিতে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন ৫৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৪২টি আপত্তি মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর নিকট পেন্ডিং রয়েছে এবং ১৪টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ও নিষ্পত্তির নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়:	(ক) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিত আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (খ) প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত আপত্তির সংখ্যা/প্রমাপের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যালয়

ধরণ	জুন/১৯ মাস পর্যন্ত জের	জুন/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি (২+৩)	দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		মোট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	জুন/১৯ মাস শেষে জের
				সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২
সাধারণ	৫৮০	-	৫৮০	-	-		-	সাধারণ	৫৮০
অগ্রিম	৫৩	-	৫৩	-	-	-	-	অগ্রিম	৫৩
খসড়া	১১০	-	১১০	-	-	-	-	খসড়া	১১০
মোট (ক)	৭৪৩	-	৭৪৩	-	-	-	-	মোট (ক)	৭৪৩
টাকা (হাঃ)	১৩,৬১,২৬১	-	১৩,৬১,২৬১	-	-	-	-	টাকা (হাঃ)	১৩,৬১,২৬১

মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্ব)-এর কার্যালয়

ধরণ	জুন/১৯ মাস পর্যন্ত জের	জুন/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি (২+৩)	দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		মোট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	জুন/১৯ মাস শেষে জের
				সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাধারণ	৮৪৬৪	-	৮৪৪৩	১৫	-	১৫	-	-	৮৪৪৩
অগ্রিম	৭৯৮	-	৭৯৮	-	-	-	-	-	৭৯৮
খসড়া	৫৮৭	-	৫৮৭	-	-	-	-	-	৫৮৭
মোট (খ)	৯৮৫০	-	৯৮২৮	১৫	-	১৫	-	-	৯৮২৮
টাকা (হাঃ)	৩৬৪১৯৭৬৭৫৭	-	-	-	-	-	-	-	৩৬৪১৯৭৬৭৫৭

মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিম)-এর কার্যালয়

ধরণ	জুন/১৯ মাস পর্যন্ত জের	জুন/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি (২+৩)	দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		মোট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	জুন/১৯ মাস শেষে জের
				সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাধারণ	৮১৯৫	১৪	৮২০৯	০৫	-		-	১৪	৮১৯৫
অগ্রিম	৬২৬	২৪	৬৫০	-	-	-	-	০১	৬৪৯
খসড়া	৩২৪	০৭	৩১৭	-	-	-	-	-	৩১৭
মোট (গ)	৯১৪৫	৩১	৯১৭৬	০৫	-	-	-	-	৯১৬১
টাকা (হাজার)	৩১৯৩২৫৬০	৫৪৩৬৬৭০৩	৩২৪৭৬২২৭	-	-	-	-	-	৩২৪৭১১০৪
সর্বমোট (ক+খ+গ)	১৯,৭৩৮	-	১৯,৭৩৭			-	-	-	১৯,৭৩২
মোট টাকা (হাজার)	৩৬৭৫২৭০৫৭৮	-	৩৬৭৫৮১৪২৪৫			-	-	-	৩৬৭৫৮০৯১২২

সভা অবহিত হয় যে, জুন ২০১৯ মাসে জিএম (পূর্ব) কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ৩টি দ্বিপক্ষীয় সভায় ১৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে এবং জিএম (পশ্চিম)) কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১টি সভায় ৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া, ডিআরএম, ঢাকায় গত ২৬ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় ১৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) সভায় আরও জানান যে, প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম)-কে রেলওয়ের প্রকল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথে সকল কাগজপত্র বুঝিয়ে দেয়ার সময় অডিট আপত্তিগুলোও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত:

হবে;

(গ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচনাযোগ্য অডিট আপত্তিগুলোর জবাব যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(ঘ) রেলওয়ের ৮টি সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য চাহিত জবাব প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(চ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের নিরীক্ষা পরিদর্শনের AIR-এ উল্লেখিত আপত্তিগুলোর জবাব ৭ (সাত) দিনের মধ্যে রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(ছ) বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) ও অডিট ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিনা অনুমতিতে সভায় অনুপস্থিত থাকা সম্পর্কে উল্লেখ করে সিএন্ডএজি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পত্র দিতে হবে; এবং

(জ) সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের অনুরূপ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য "Digital Archiving for BR" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: রেলওয়ে।

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) ও অডিট ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিনা অনুমতিতে সভায় অনুপস্থিত থাকা সম্পর্কে উল্লেখ করে সিএন্ডএজি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পত্র দেওয়ার জন্য পুনরায় নির্দেমনা দেন। প্রয়োজনে আগামী পিএ কমিটিতে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে মর্মেও সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের অনুরূপ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য "Digital Archiving for BR" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। এছাড়া, প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত আপত্তির সংখ্যা/প্রমাপের সঠিক তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বিদ্যমান ছকটি পরিবর্তন করা এবং যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৩</td><td>ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন</td><td>সভা অবহিত হয় যে, জুন ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ৭৫৫টি নোট উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ই-নথির মাধ্যমে উপস্থাপিত নথির সংখ্যা ৯৬টি এবং ম্যানুয়েল বা হার্ড কপিতে উপস্থাপিত নথি সংখ্যা ৬৫৯টি। অর্থাৎমোট কার্যক্রমের ১২.৭২% ভাগ ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সভাপতি ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত একটি ছোট প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি ই-ফাইলিং কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্যও নির্দেশনা দেন। এছাড়া, ই-নথিতে পত্র উপস্থাপনে রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সদ্বিচ্ছার অভাব রয়েছে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রয়োজনে একাজে সক্রিয় সহায়তা প্রদানের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আইটি সেলের কর্মকর্তাদেরকেও তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) রেলভবনসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে ই-ফাইলিং চালু করার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে; এবং
(খ) ই-ফাইলিং কার্যক্রম কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত একটি ছোট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি</td><td>সভায় জুন ২০১৯ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম</th><th>জুন ১৯ মাসের জের</th><th>জুন ১৯ মাসে প্রাপ্ত</th><th>মোট মামলা</th><th>জুন ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>২৯৭</td><td>৩২</td><td>৩২৯</td><td>২৭</td><td>৩০২</td><td>৩০২টি মামলার মধ্যে ৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৭৮টি মামলা।</td></tr>
<tr><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়</td><td>৪৪</td><td>২</td><td>৪৬</td><td>৪</td><td>৪২</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৪২টি মামলা।</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, পেন্ডিং বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
সভাপতি রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলসহ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং
(খ) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr>
<td>৩.৫</td>
<td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ</td>
<td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বিসিএস রেলওয়ে: ক্যাডার প্রবেশ পথ ২২টি শুন্য আছে এবং ৩৮তম হতে ৪১তম বিসিএস পরীক্ষায় চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে ২৯ জনের। গত ২৯.০১.২০১৯ তারিখে ১২ জন নন-ক্যাডার (ডাক্তার)-এর চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ইস্তফা গৃহিত হওয়ায় নন-ক্যাডার (আরএনবি) প্রবেশ ১টি, নন-ক্যাডার (ডাক্তার) সহকারী সার্জন ১টি ও সহকারী সার্জন (ডেন্টাল) ১টি-সহ মোট ৩টি পদ শুন্য হয়েছে।
বাংলাদেশ রেলওয়ের উপ-সহাকারী প্রকৌশলীর (বিভিন্ন ট্রেডের) ১৮৮ ও ৪৫টির চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত চাহিদার প্রেক্ষিতে পিএসসি থেকে প্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল ড্রইং) পদে ২ জন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ওয়ে) পদে ২৪ জন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (এস্টিমেটর) পদে ৭জনসহ মোট ৩৩ জন যোগদান করেছেন। এছাড়া উপ-সহাকারী প্রকৌশলীর (বিভিন্ন ট্রেডের) ২৯৮টির চাহিদা আপডেট করে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রেরণে করা হয়েছে। এছাড়া, বর্তমান শূন্য পদগুলোর মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা ৫১৬৩ যার বিপরীতে ২৫৭৭টি পদের নিয়োগ চলমান আছে। অবশিষ্ট ১৮১২টি পদ বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রাপ্ত জনবল ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>ক্র.নং</th><th>শ্রেণী</th><th>মঞ্জুরী</th><th>কর্মরত</th><th>শূন্যপদ</th><th>সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>১ম</td><td>৫৬৩</td><td>৪০৬</td><td>১৫৭</td><td>২৪</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>২য়</td><td>১৫৮৭</td><td>৮৭৮</td><td>৭০৯</td><td>২৯৩</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>৩য়</td><td>২১৬৪৪</td><td>১২৩৯৭</td><td>৯২৪৭</td><td>১১৪২</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮১</td><td>১১৪৩১</td><td>৫০৫০</td><td>৪১২৪</td></tr>
<tr><td></td><td>মোট</td><td>৪০২৭৫</td><td>২৫১১২</td><td>১৫১৬৩</td><td>৫৫৮৩</td></tr>
</table>
সভাপতি রেলওয়ের নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেন। তিনি আগামী ১ মাসের মধ্যে গেইট কিপার নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন। এছাড়া, রেলওয়ের বিভিন্ন স্তরে/দপ্তরে কর্মরত ওয়েম্যান, খালাসী এবং আরএনবি'র সঠিক পরিসংখ্যানসহ চিত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেন। তিনি APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য জনপ্রতি ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক আয়োজন করার নিমিত্ত একটি প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার আগামী মাসের পূর্বে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন।</td>
<td>(ক) রেলওয়ের শূন্যপদে নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য জনপ্রতি ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক আয়োজন করার নিমিত্ত একটি প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার আগামী মাসের পূর্বে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।
(গ) APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে;
(ঘ) আগামী ১ মাসের মধ্যে গেইট কিপার নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে; এবং
(ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন স্তরে/দপ্তরে কর্মরত ওয়েম্যান, খালাসী এবং আরএনবি'র সঠিক পরিসংখ্যানসহ চিত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৩.৬</td>
<td>রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (মোবাইল কোর্ট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা, পরিদর্শন ইত্যাদি)</td>
<td>(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক জুন/২০১৯ ০৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত ০৭টি মোবাইল কোর্টসমূহে ৮৪ টি মামলা দায়ের করে ১২,৪০০/- (বার হাজার চারশত) টাকা অর্থদন্ড আদায় করা হয়েছে। তবে কোন আসামীকে জেল দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি মাঠ প্রশাসনে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করা হয়েছে মর্মে জানান।
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জুন ২০১৯ মাসে পশ্চিমাঞ্চলে ২১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায়</td>
<td>(ক) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে; এবং
(খ) বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>আদায়কৃত অর্থ দন্ডের পরিমান ৫,৬৫০/- টাকা।

সভাপতি কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক অভিযান পরিচালনা করেন।
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকাসহ সকল ডিভিশনে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের ভিতরে ফ্লোর, সিট কভার, টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। জুন/২০১৯ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৭৩৬টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৩২৬টি মোট ১০৬২ টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এছাড়া, সুপারভাইজারগণের মাধ্যমে ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রতি নিয়ত মনিটরিং করা হচ্ছে। রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন অভিযান অব্যাহত আছে এবং বিষয়টি প্রতি নিয়ত মনিটরিং করা হচ্ছে। রেল স্টেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কাজ তদারকি এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বড় বড় স্টেশনগুলোতে কর্মরত সুইপারদের ডিউটি রোস্টার তৈরিকরণ ও স্টেশনের সুবিধাজনক স্থানে বড় ডিসপ্লে বোর্ডে লিখে ও টাঙিয়ে প্রদর্শন করার ডিসিও (ঢাকা) ও (চট্টগ্রাম)-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ।
সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম জানান যে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনাব মোঃ আনসার আলী, ডিসিও, চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন যা গত ০২.০৭.২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
সভা অবহিত হয় যে, স্টেশনে কর্মরত সুইপারদেরকে স্টেশন মাস্টারের অধীনে ন্যস্ত করা এবং তাদের বেতন-ভাতাদি প্রদানের পূর্বে স্টেশন মাস্টারের সুপারিশ গ্রহণের ব্যবস্থা চালর জন্য মহাপরিচালকের দপ্তর হতে আদেশ জারী করা হয়েছে। এছাড়া, ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যাতিত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাক পরিবর্তনের জন্য ইতোমধ্যে দপ্তরাদেশ জারী করা হয়েছে।

সভাপতি বলেন যে, স্টেশনে কর্মরত সুইপারদেরকে স্টেশন মাস্টারের অধীনে ন্যস্ত করার নির্দেশনাটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে কি-না তা স্টেশন পরিদর্শনকালে যাচাই করতে হবে। তিনি স্টেশনে দায়িত্বপালনকারি সুইপাইরদের নিয়োকারি কর্তৃপক্ষ অনুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া, তিনি ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাক আগামী ঈদ-উল আযহার আগেই পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকতাগণকে নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে;
(খ) স্টেশনে কর্মরত সুইপারদেরকে স্টেশন মাস্টারের অধীনে ন্যস্ত করার নির্দেশনাটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে কি-না তা স্টেশন পরিদর্শনকালে যাচাই করতে হবে;
(গ)স্টেশনে দায়িত্বপালনকারি সুইপাইরদের নিয়োগকারি কর্তৃপক্ষ অনুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;
(ঘ) রেল ও রেল স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে; এবং
(ঙ) ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারীদের সাদা পোষাকের পরিবর্তন আগামী ঈদ-উল আযহার পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।
৫। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
৬। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(গ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করাসহ ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা রক্ষায় সার্বক্ষণিক নজরদারী অব্যাহত রয়েছে। তিনি সময়নুবির্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনা তুলনামুলক নিম্নের চিত্র উপসআপন করেন:
<table>
<tr><th>মাস/বছর</th><th>২০১৯</th><th>২০১৮</th></tr>
<tr><td>জুন</td><td>৮১%</td><td>৮১.৫%</td></tr>
<tr><td>মে</td><td>৮৪%</td><td>৮৫%</td></tr>
</table></td><td>(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে হবে; এবং
(খ) বিলম্বে ট্রেন ছাড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে এবং এলইডি প্যানেল/ বড়</td><td>মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

4-

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সভাপতি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার নির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন যে, কোন কারণে ট্রেন বিলম্বে ছাড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে এবং এলইডি প্যানেল/ বড় স্ক্রীনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>স্ক্রীনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ঘ) পরিদর্শন: সভাপতি বলেন যে, রেলস্টেশন ও রেল পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে দু'টি চেকলিস্ট সম্প্রতি প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে দেয়া হয়েছে। রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত চেকলিস্ট অনুসরণে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>(ক) রেলস্টেশন ও রেল পরিদর্শনের চেকলিস্ট অনুসরণে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে; এবং
(খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;</td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা</td><td>সভায় অবহিত করা হয় যে, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ রোধকল্পে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ হতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও ট্রেনের ছাদে যাত্রী ভ্রমণ রোধে অভিযান পরিচালনাসহ সর্তক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত জুন ২০১৯ মাসে পরিচালিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>মাস</th><th>মোবাইল কোর্ট</th><th>পুলিশ অভিযান</th><th>যাত্রী গ্রেফতার</th><th>বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড</th><th>বিচারাধীন</th><th>জরিমানা আরোপ</th><th>মোট জরিমানার পরিমাণ</th><th>উদ্ধারকৃত মালামাল এর মূল্য</th></tr>
<tr><td>মে ১৯</td><td>১২টি</td><td>২৩৩৯ টি</td><td>৪৭৬৬ জন</td><td>০</td><td>২১৯ জন</td><td>৪৪৪৪ জন</td><td>৮১৭</td><td>২৭৪৭</td></tr>
<tr><td>জুন ১৯</td><td>৯টি</td><td>২২১৭ টি</td><td>৬৪০৪ জন</td><td>০</td><td>২৪৩ জন</td><td>৬০৪৭</td><td>১২৯২</td><td>২২৬২</td></tr>
</table>
* জুন ২০১৮ সালে ২৪,৯৮,২২০/- টাকার মালামাল উদ্ধার করা হয়।
সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ জানান যে, রেলওয়ে পুলিশের ব্যবহারের জন্য চাহিত জমি প্রদানের বিষয়টি এখনও পেন্ডিং রয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি আলাদা একটি সভা আয়োজন করে নিষ্পত্তি করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেন।
চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), আরএনবি হতে জানানো হয়েছে যে, ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে আরএনবি কর্তৃক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
সভাপতি বলেন যে, আগামী ঈদ-উল আযহা উপলক্ষ্যে ঘরমুখো যাত্রীরা যাতে বিনা টিকিটে রেল স্টেশনে ঢুকতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধ এবং স্টেশনে ফেন্সিং করতে হবে। তিনি বিমানবন্দর স্টেশনে সংঘটিত ছিনতাই সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যাদি পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করতে হবে;
(খ) আগামী ঈদ-উল আযহা উপলক্ষ্যে বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাঁদে ওঠা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;
(গ) গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ ফেন্সিং করতে হবে;
(ঘ) বিমানবন্দর স্টেশনে সংঘটিত ছিনতাই সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যাদি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং
(ঙ) রেলওয়ে পুলিশের ব্যবহারের জন্য চাহিত জমি প্রদানের বিষয়ে সভাপতি আলাদা একটি সভা আয়োজন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>রেলওয়ের রাজস্ব আয়-ব্যয়</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, রেলওয়ে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব অর্জনের লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের জুন ২০১৯ মাসের খাতভিত্তিক (যাত্রী, মালামাল, পার্শ্বেল ও অন্যান্য) রাজস্ব অর্জনের নিম্নরূপ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন:</td><td>(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) নষ্ট লোকোমোটিভগুলি</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে

খাত	লক্ষ্যমাত্রা (রাজস্ব অনুযায়ী)	লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ অনুযায়ী)	জুন ২০১৯ মাসে অর্জন	শতকরা হার (রাজস্ব অনুযায়ী)	শতকরা হার (এপিএ অনুযায়ী)
যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)	-	৬৬৬৬	৭৩৭৬	-	১১০%
যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)	৮৪২৫	৭০৮৩	৮৩১৯	৯৯%	১১৭%
মালামাল/ পার্শ্বেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)	৪১৬৭	২০০০	২৩৭০	৫৬%	১১৮%
বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)	৪১৬৭	১৭০৮	৯১০	২১%	৫৩%
মোট আয় (লক্ষ টাকায়)	১৬৭৫৮	১০৭৯১	১১৫৯৯	৬৯%	১০৭%

আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, লোকোমোটিভ স্বল্পতার কারণে যাত্রী পরিবহন বাবদ আয় বাড়লেও মালামাল/পার্শ্বেল বাবদ আয় কমে যাচ্ছে। তিনি নষ্ট হওয়া ৯টি লোকোমোটিভ দ্রুত মেরামতের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভা অবহিত হয় যে, নষ্ট হওয়া ৯টি লোকোমোটিভকে দ্রুত মেরামতের স্বার্থে ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোড নম্বর-১২০০০২৮০৩ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম-এর ৩১১১৩২৭ অধিককাল ভাতা খাতে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। এছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কোড নম্বর-১২০০০২৮০৩ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম-এর ৩১১১৩২৭ অধিককাল ভাতা খাতে বরাদ্দ ছিল ৯০,০০০০০ (নব্বই লক্ষ) টাকা এবং ৮৯,০০০০০/-(উননব্বই লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৩টি লোকোমোটিভ মেরামত করা হয়েছে।

মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) সভায় জানান যে, রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ দ্রুত বিক্রয়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং নির্দেশনা মোতাবেক নিয়মিত টেন্ডার বাক্স সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং র‍্যাব কার্যালয়ে দেয়ার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পূর্বাঞ্চলের টেন্ডার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিম্নরুপ:

মাস	টেন্ডার সংখ্যা	বিক্রিত মালের পরিমান
চলতি মাস (জুন-১৯)	নাই	নাই
গত মাস (মে-১৯)	৩৬	৪০৮.০০০ এমটন
গত বছর এ মাস (জুন-১৮)	নাই	৩৩১.০০০ এমটন, ২৩৩১৪০ লিটার লুব অয়েল, ১৩২৭ টি ড্রাম
এ বছর পুঞ্জিভূত (জুলাই/১৮ হতে জুন/১৯ পর্যন্ত)	৩৬	৪৬৮৯.৮৫৩ এমটন, ৩১৮১ লিটার লুব অয়েল, ১১৬২টি ড্রাম এবং মোটর ভেহিক্যাল ১টি
গত বছর পুঞ্জিভূত (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৮ পর্যন্ত)	৭২	১১,৩২৯.৩৪৭৭ এমটন ২৩৩১৪০ লিটার লুব অয়েল, ২৯৪৩টি ড্রাম

সভাপতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাসহ বিবিধ আয় যথাযথভাবে অর্জন করার নিমিত্ত সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন যে, রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ নিয়মিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

দ্রুত মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

(গ) রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ নিয়মিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে:

৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে;

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ</td><td>সভায় অবহিত হয় যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদ্বয়কে অঞ্চলভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। জুন ২০১৯ মাসের উচ্ছেদের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>মোট জমি পরিমাণ (একর)</th><th>জুন ১৯ মাস পর্যন্ত অবৈধ দখলে (একর)</th><th>জুন ১৯ মাসে উদ্ধার (একর)</th><th>জুন ১৯ মাস শেষে অবৈধ দখলে (একর)</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৫১৬.৭০৪৫</td><td>৪.২১৫</td><td>৫১২.৪৮৯৫</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>২৭১৯.৭৬৪৯</td><td>০.৪৮</td><td>২৭৪২.২৮৪৯</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬১৮৬০.২৮</td><td>৩২৩৬.৪৬৯৪</td><td>৪.৬৯৫</td><td>৩২৫৪.৭৭৪৪</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনার তথ্য ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, আনন্দ বাজারস্থ রেলভূমি অবৈধ স্থাপনা জরুরী ভিত্তিতে উচ্ছেদের জন্য ২৬.০৬.২০১৯ তারিখ ডিইও, ঢাকাকে পত্র লেখা হয়েছে। এছাড়া "মতিঝর্ণা" এলাকায় অবস্থিত ২৬.০০ একর রেলভূমি হতে অবৈধ দখলদার জরুরী ভিত্তিতে উচ্ছেদের জন্য ২৬.০৬.২০১৯ তারিখ ডিইও, চট্টগ্রামকে পত্র লেখা হয়েছে।
সভা অবহিত করা হয় যে, বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি একটি দোকান ইজারা দেয়া হয়েছে। এ স্টেশনটিতে সারাবছরই প্রচুর যাত্রী সমাগম হয় এবং ঈদের সময় তা আরও বৃদ্ধি পায়; যাত্রীদের দাড়ানোর পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। সে জন্য স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থতি দোকানপাটসমূহ স্থানান্তর করা যেতে পারে।

সভাপতি বলেন যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করাসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দেয়া এবং স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করা এবং যথাশীঘ্র সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন। তিনি বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে তদন্ত করাসহ আগামী ঈদের সময় প্লাটফরমের দোকান অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখারও নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;
(খ) অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনার তথ্য ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে; এবং
(গ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়-সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিতে হবে;
(ঘ) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করতে হবে এবং যথাশীঘ্র সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করতে হবে; এবং
(ঙ) বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কর্মাশিয়াল ম্যানেজার (সিসিএম), পূর্ব/বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকতা (ডিসিও), ঢাকা।
৬। আইন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা</td><td>সভায় জুন২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সাটিফিকেট মামলার নিম্নোক্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th colspan="2">জুন ১৯ মাসের জের</th><th colspan="2">জুন ১৯ মাসে দায়ের</th><th colspan="2">জুন ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th colspan="2">জুন ১৯ মাস শেষে</th></tr>
<tr><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>১০৭</td><td>৫৮৭৭৯</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>৮৯</td><td>১০৭</td><td>৫৮৬৯০</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৫৫</td><td>৩৮৬৩৩</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>৮০</td><td>৫৫</td><td>৩৮৫৫৩</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৬২</td><td>৯৭৪১২</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৬৯</td><td>১৬২</td><td>৯৭২৪৩</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করার জন্য প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপরতা বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) যে সব সাটিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করতে হবে;
(খ) সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্ম-সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>টিকেট কালো বাজারী রোধ</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, টিকেট কালোবাজারী রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া, রেল অঙ্গানে আগত যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিতকরণের জন্য আরএনবি কর্তৃক গৃহীত</td><td>(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) টিকেট কালোবাজারি</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, টিকেট কালোবাজারী রোধে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) প্রদর্শনের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

রেলওয়ে পুলিশ হতে জানানো হয়েছে যে, টিকেট কালোবাজারী বন্ধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ হতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। জুন ২০১৯ মাসে টিকেট কালোবাজারীর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৬জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।
রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বিনা টিকেট কেউ যাতে প্লাটর্ফমে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে আরএনবি সদস্যগণ তৎপর রয়েছে।
সভাপতি বিনা টিকেটে প্লাটফরমে প্রবেশরোধ এবং টিকেট কালোবাজারীরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম লেখা ও জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার নির্দেশনা দেন।</td><td>রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম লেখা ও জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে; এবং
(গ) বিনা টিকেটে কেউ যেন প্লাটফরমে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>মহাপুলিশ পরিদর্শক. রেলওয়ে পুলিশ

৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১২</td><td>রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক রেলওয়ে টার্মিনাল, স্টেশন, কলোনী, স্থাপনাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে। পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা'র অধীনস্থ হাসপাতালসমূহে জুন ২০১৯ মাসে হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি হতে চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>ভর্তি কর্মকর্তা/কর্মচারী</th><th>ভর্তি নির্ভরশীল</th><th>বহি:বিভাগ কর্মকর্তা/কর্মচারী</th><th>বহি:বিভাগ নির্ভরশীল</th><th>সর্বমোট চিকিৎসা সেবা</th></tr>
<tr><td>পূর্বাঞ্চল</td><td>২৪০</td><td>২২৯</td><td>৪৩৭৫</td><td>৩৩০১</td><td>৮১৪৫</td></tr>
<tr><td>পশ্চিমাঞ্চল</td><td>৫৫</td><td>৫৮</td><td>৪২৫৯</td><td>৪০৬৭</td><td>৮৪৩৯</td></tr>
</table>
আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পশ্চিম), সভায় জানান যে, রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের জন্য computerized registration চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
আলোচনায় অংশ নিয়ে ড. খালেদ হোসেন, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে; যথাশীঘ্র প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে।

সভাপতি কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, উক্ত কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য তিনি মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আয়োজন করারও নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম যথা- ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত তথ্যাদি ছক আকারে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, মজুদ পরিস্থিতি এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান সম্পর্কিত তথ্যাদি ছক আকারে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে ;

(খ) কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা আয়োজন করতে হবে; এবং
(গ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন যথাসময়ে দিতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৩। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১৩</td><td>বিবিধ</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিস্তারিত কর্মসূচি সম্বলিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে এবং কমিটি যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত কর্মসূচি জাতীয় কমিটি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
সভাপতি বলেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন তদারকির জন্য মাসিক সমন্বয়সভার আলোচ্যসূচিভুক্ত করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন তদারকির জন্য মাসিক সমন্বয়সভার আলোচ্যসূচিভুক্ত করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০১৩.১৮- ৪৫৮

তারিখ: শ্রাবণ ১৪২৬ / আগস্ট ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১১ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্রগ্রাম।
১০। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১১। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৮। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৯। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্রগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
২০। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৩। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
২৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd